দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 MAY 2013
পৃষ্ঠা … কলাম 2

আরও ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হচ্ছে জুনে

৬৪ জেলায় তথ্য সংগ্রহ চলছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী জুনের মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে ২২ হাজার ৯৮১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হচ্ছে। এর ফলে এসব বিদ্যালয়ের ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারী হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশের ৬৪ জেলাতে তথ্য সংগ্রহ চলছে। সকল জেলার এমপিওভুক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য-উপাত্ত মন্ত্রণালয়ে আসার পর তা পর্যালোচনা করে বিদ্যালয়গুলো অধিগ্রহণ ও শিক্ষকদের চাকরি সরকারীকরণ করে আলাদা আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। ইতোমধ্যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের প্রায় ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে। এসব বিদ্যালয় চূড়ান্তভাবে জাতীয়করণের আগে জেলা যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত বিদ্যালয়ের দলিলপত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরেজমিন পরিদর্শন করে যাচাইয়ের জন্য সাতটি পরিদর্শন দল গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। জুনের মধ্যে ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের পর দ্বিতীয় ধাপে স্থায়ী/অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি এবং সরকারী অর্থায়নে এনজিও কর্তৃক নির্মিত/পরিচালিত দুই হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হবে। আর তৃতীয় ধাপে পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত ও পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষাধীন ৯৬০টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে আরও জানা যায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় সরকারী হওয়া শিক্ষকরা, যথাক্রমে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি, ১ জুলাই এবং আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সরকারী বেতন-ভাতা পাবেন। তিন দফায় বেসরকারী শিক্ষকদের জাতীয়করণে সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ৬৫১ কোটি টাকা।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা বিভাগের জন্য গঠিত পরিদর্শন দলের প্রধান করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলামকে। চট্টগ্রাম বিভাগের পরিদর্শন দলের প্রধান হয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল হালিমকে রাজশাহী বিভাগের এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. আলমগীরকে খুলনা বিভাগের পরিদর্শন দলের প্রধান করা হয়েছে। রিচিং আউট স্কুল চিলড্রেন(রস্ক) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শওকত আকবরকে বরিশাল বিভাগের, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে দেড় হাজার বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সিরাজুল ইসলামকে সিলেট বিভাগ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রশাসন বিভাগের পরিচালককে রংপুর বিভাগের পরিদর্শন দলের প্রধান করা হয়েছে।

শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ও তা আদায়ে আন্দোলন সংগ্রামের পর গত ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এসব বিদ্যালয়ে এক লাখ তিন হাজার ১৯২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। ফলে এসব বিদ্যালয়ের এক লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারী হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে আরও এক হাজার ৫০৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর গত ১৭ জানুয়ারি প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই কমিটি জাতীয়করণের আওতায় আসা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া, এমপিও ও সনদ পরীক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় যাচাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে।